

নং-৩৪.০১.০০০০.০০৭.২৭.০৪০.২০০৮-

তারিখঃ ----- খ্রিঃ।

আদেশ

যেহেতু, জনাব মোঃ আব্দুস সেলিম, ক্রেডিট সুপারভাইজার, যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর, কামারখন্দ, সিরাজগঞ্জ; তার পূর্বতন কর্মস্থল বগুড়া জেলাধীন গাবতলী উপজেলায় ১ম দফায় আগস্ট'৯৬ হতে মে'০৫ এবং ২য় দফায় ফেব্রুয়ারী'০৬ হতে অক্টোবর'০৮ পর্যন্ত কর্মকালীন বিধিবিহীনভাবে ১২ জন নননাজুয়েট সদস্যকে এন্টারপ্রাইজ ঋণের প্রস্তাবপূর্বক ঋণ বিতরণ করায় আসল বাবদ ৫,১০,৭৬৫/- টাকা এবং সার্ভিসচার্জ ১,০৭,২৪০/- টাকা খেলাপীতে পরিণত হয়। একইভাবে ০৮ জন ঋণীকে ৪,০০,০০০/- টাকা এন্টারপ্রাইজ ঋণ বিতরণ করায় আসল বাবদ ৩,৪৩,৪৩০/- টাকা এবং সার্ভিস চার্জ ৭০,৫৭৫/- টাকা খেলাপীতে পরিণত হয়। বিধিবিহীনভাবে ঋণ বিতরণ করায় ঋণের অর্থ খেলাপীতে পরিণত হওয়ার অভিযোগে অত্র দপ্তরের ২৬-০৭-২০১০ খ্রিঃ তারিখে ১২ সংখ্যক স্মারকে তার বিরুদ্ধে বিভাগীয় মামলা চালু করা হয়;

২। যেহেতু, তিনি উক্ত মামলায় আনীত অভিযোগের বিষয়ে লিখিতভাবে জবাব দাখিল করেন এবং তার আবেদনের প্রেক্ষিতে কয়েক দফায় ব্যক্তিগত শুনানী গ্রহণ করা হয় এবং খেলাপী ঋণ আদায়ের জন্য একাধিকবার সময় দেয়া হয়। সর্বশেষ তাকে সেপ্টেম্বর'১৫ পর্যন্ত খেলাপী আদায়ের জন্য সময় দেয়া হলেও প্রদত্ত সময়ে তার ঋণ আদায়ের অগ্রগতি মাত্র ১৮,০০০/- টাকা;

৩। যেহেতু, উক্ত বিভাগীয় মামলা নিষ্পত্তির নিমিত্ত বিধি মোতাবেক বিভাগীয় তদন্ত কর্মকর্তা নিয়োগ করা হয়। প্রাপ্ত তদন্ত প্রতিবেদনে তার বিরুদ্ধে আনীত ০২টি অভিযোগ প্রমাণিত মর্মে উল্লেখ রয়েছে। তদন্ত প্রতিবেদন অনুযায়ী বর্তমানে আসল ৫,৫১,১৮৫/- এবং সার্ভিস চার্জ ১,৩১,১০৫/- টাকা খেলাপী রয়েছে;

৪। যেহেতু, তার প্রদত্ত লিখিত জবাব, ব্যক্তিগত শুনানীতে প্রদত্ত বক্তব্য, নথিপত্র এবং তদন্ত প্রতিবেদন পর্যালোচনায় সরকারী কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপীল) বিধিমালা ১৯৮৫ এর ৩(এ), ৩(বি) ও ৩(ডি) বিধি মোতাবেক অদক্ষতা, অসদাচরণ ও দুর্নীতির অভিযোগ সন্দেহাতীতভাবে প্রমাণিত বিধায় একই বিধিমালার ৪(৩)(সি) ধারার বিধান মতে তাকে চাকুরী হতে বরখাস্ত(Removal from Service) দপ্তরোপের প্রস্তাবনাপূর্বক অত্র দপ্তরের ০৫-৩-২০১৫ খ্রিঃ তারিখের ১২০ সংখ্যক পত্রে দ্বিতীয় কারণ দর্শানো নোটিশ দেয়া হয়। তিনি খেলাপী আদায়ে সময় প্রার্থনা করে দ্বিতীয় কারণ দর্শানো নোটিশের জবাব দাখিল করলে তাকে সময় দেয়া হয়। কিন্তু প্রদেয় সময়ে তার খেলাপী আদায় মাত্র ১৮,০০০/- টাকা; এতে প্রতীয়মান হয় যে, তিনি দায়িত্ব পালনে চরম উদাসীন এবং বিভাগীয় মামলা চলমান থাকা সত্ত্বেও তিনি নির্বিকার;

৫। যেহেতু, বিভাগীয় মামলার জবাব, ব্যক্তিগত শুনানীতে প্রদত্ত বক্তব্য, দ্বিতীয় কারণ দর্শানো নোটিশের জবাব, খেলাপী আদায়ে কয়েক দফা সময় দেয়া সত্ত্বেও ঋণ আদায়ে সীমাহীন ব্যর্থতা, তদন্ত প্রতিবেদন এবং নথি পর্যালোচনায় সরকারী কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপীল) বিধিমালা ১৯৮৫ এর ৩(এ), ৩(বি) ও ৩(ডি) বিধি অনুযায়ী অদক্ষতা, অসদাচরণ ও দুর্নীতির অভিযোগে তাকে দোষী সাব্যস্ত করা হয় এবং একই বিধিমালার ৪(৩) বিধি মোতাবেক গুরু দণ্ড প্রদানের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয় :

ক) এক্ষণে, সেহেতু সরকারী কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপীল) বিধিমালা ১৯৮৫ এর ৩(এ), ৩(বি) ও ৩(ডি) বিধিতে দোষী সাব্যস্ত করে একই বিধিমালার ৪(৩)(বি) ধারার বিধান মতে ক্রেডিট সুপারভাইজার জনাব মোঃ আব্দুস সেলিম-কে চাকুরি হতে বাধ্যতামূলক অবসরদান(compulsory retirement) দণ্ড প্রদান করা হলো।

খ) খেলাপী ঋণের (৫,৫১,১৮৫+১,৩১,১০৫)=৬,৮২,২৯০/- (ছয় লক্ষ বিরাশি হাজার দুইশত নব্বই) টাকা তার পেনশন/গ্রাচুইটি হতে সমন্বয়যোগ্য।

এ আদেশ অবিলম্বে কার্যকর হবে।

স্বাক্ষরিত/-

(আনোয়ারুল করিম)

মহাপরিচালক

ফোন : ৯৫৫৯৩৮৯

তারিখঃ -২৩-১১-২০১৫ খ্রিঃ।

নং-৩৪.০১.০০০০.০০৭.২৭.০৪০.২০০৮-৪২৫

অনুলিপি অবগতি ও কার্যার্থে প্রেরিত হলো :

০১। পরিচালক(দাঃ বিঃ ও ঋণ), যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর, ঢাকা।

০২। উপ-পরিচালক, যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর, বগুড়া/সিরাজগঞ্জ।

০৩। সহকারী পরিচালক(প্রশাসন/আইসিটি), যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর, ঢাকা-কে সংশ্লিষ্ট কর্মচারীর ব্যক্তিগত নথিতে কপিটি সংরক্ষণ এবং ওয়েবসাইটে প্রকাশের ব্যবস্থা নিতে অনুরোধ করা হলো।

০৪। নিরীক্ষা ও হিসাব রক্ষণ কর্মকর্তা/কল্যাণ কর্মকর্তা, প্রধান কার্যালয়, ঢাকা(পত্রের নির্দেশনা বাস্তবায়ন করতে অনুরোধ করা হলো)।

০৫। উপজেলা হিসাব রক্ষণ কর্মকর্তা, কামারখন্দ, সিরাজগঞ্জ/গাবতলী, বগুড়া।

০৬। উপজেলা যুব উন্নয়ন কর্মকর্তা, যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর, কামারখন্দ, সিরাজগঞ্জ-কে পত্রে উল্লিখিত দপ্তরদেশ সম্পর্কে কর্মচারীকে অবহিত করতে অনুরোধ করা হলো।

০৭। উপজেলা যুব উন্নয়ন কর্মকর্তা, যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর, গাবতলী, বগুড়া।

০৮। জনাব মোঃ আব্দুস সেলিম, ক্রেডিট সুপারভাইজার, যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর, কামারখন্দ, সিরাজগঞ্জ।

০৯। মহাপরিচালক মহোদয়ের ব্যক্তিগত সহকারী, যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর, ঢাকা।

১০। অফিস কপি/গার্ড ফাইল।